ঈমান জাগানিয়া বয়ান সংকলন

১

ইন্টারনেট জগতের গুনাহ

বেঁচে থাকবেন যেভাবে

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

নাম : ইন্টারনেট জগতের গুনাহ : বেঁচে থাকবেন যেভাবে

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

স্বত্ব : কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ
আমানতের সঙ্গে হুবহু ছাপানোর অনুমতি আছে

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৪

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল ফকীর
মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া ৫১১/৫ [২২ বাড়ি]
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৯০-১৬৯১২৯

পরিবেশনায় : আল আসহাব শপ
৫৩৩/এ, মধ্য মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা– ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৭০-৪৪৪৮৯০

হে আমাদের রব!
আপনি আমাদের থেকে
জাহান্নামের শাস্তি
হটিয়ে নিন,তার শাস্তি তো
ভয়াবহ বিপদ।
নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও
বসতি হিসাবে
ওটা কত নিকৃষ্ট! [১]

---

[১] সূরা ফুরকান : ৬৫, ৬৬

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
বর্তমানের এক কঠিন বাস্তবতা	৭
যে গুনাহগুলো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে	৭
সে গুনাহ কোনগুলো?	৮
তালিকার প্রথমেই আসবে ভার্চুয়াল গুনাহ	৯
মাথা ঘুরে যাওয়ার মত তথ্য	৯
প্রতিটি ক্লিক রেকর্ড হচ্ছে	১০
মাত্র এক ক্লিকেই আপনি জাহান্নামের পাড়ে চলে যেতে পারেন	১০
একের পর এক ফ্যান্টাসি, একের পর এক উত্তেজনা	১০
বিবেকের এই দংশন ঈমানের আলামত	১১
সবচেয়ে ক্ষতিকর ফেৎনা	১২
সেল ফোন না হেল ফোন?	১২
এখনকার মেজবান আর মেহমানের কথাবার্তা	১২
নারী আপন ঘরে অবস্থান করার ফজিলত	১৩
নারীকে যখন ড্রাইভ করে শয়তান	১৩
চাইলে নেটকেন্দ্রিক গুনাহগুলো ত্যাগ করা সম্ভব	১৪
মর্দে মুমিন ঘাবড়ে যেতে পারে না	১৫
ফেৎনার জামানায় আমল করার ফজিলত	১৫
আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়	১৫
হিম্মত করতে হবে	১৬
ঘুরে দাঁড়াতে হবে	১৬
মুজাহাদা করতে হবে	১৬
ইন্টারনেট জগতের গুনাহ : বাঁচার ১২টি আমল ও কৌশল	১৭
১ নং আমল : নেক মজলিসের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখবেন	১৭
যৌবন-তারুণ্যের সৌভাগ্য	১৮
সোহবতের প্রভাব	১৮

২ নং আমল : আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন	১৯
কীভাবে দোয়া করবেন	১৯
৩ নং আমল : মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি দিবেন	২০
চোখের পানির শক্তি	২০
৪ নং আমল : হাদীসে সাওবান মনে রাখবেন	২১
৫ নং আমল : আল্লাহ তাআলার সঙ্গ অনুভব করুন	২২
অনুভূতিটা কীভাবে আনবেন	২৩
৬ নং আমল : যদি আল্লাহ গুনাহগুলো প্রকাশ করে দেন	২৩
যে গুনাহগুলোর শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দেন	২৪
ক্লিক বা টাচ করে নগ্নতায় ডুবে যাওয়াটাও ব্যভিচার	২৪
৭ নং আমল : আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করতে শিখুন	২৫
আল্লাহ তাআলা যাকে দু'টি জান্নাত দিবেন	২৫
৮ নং আমল : আখেরাতের মোরাকাবা করুন	২৬
৯ নং আমল : ভাবুন, আমার ওপর পাহারাদার আছে	২৭
১০ নং আমল : ভাবুন, নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন?	২৭
ভোর রাতের দোয়ায় সব সমস্যার সমাধান	২৮
ফুযাইল ইবনু ইয়ায রহ.	২৮
ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে নিন	২৯
১১ নং আমল : আমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছি না তো?	২৯
দীনের পথে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ	২৯
মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ	২৯
১২ নং আমল : ইশা ও ফজর নামায জামাতের সঙ্গে পড়ুন	৩০
গুনাহ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি নেক আমল	৩১
সর্বোত্তম নেক আমল	৩১
বার বার ইস্তেগফার করুন	৩১

বর্তমান সময়ে কোন গুনাহগুলো চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে, কোন্ গুনাহগুলো আমাদের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে– এই তালিকা যদি তৈরি করেন তাহলে প্রথমেই যে গুনাহটির নাম আসবে, তা হলো ইন্টারনেটকেন্দ্রিক গুনাহ, মোবাইলকেন্দ্রিক গুনাহ, অনলাইনের গুনাহ, ভার্চুয়াল গুনাহ। এ গুনাহ থেকে না আমাদের বাসাবাড়ি নিরাপদ, না সফর নিরাপদ।

গাড়িতে বসে বসে মুভি দেখা হচ্ছে, গান শোনা হচ্ছে, ফেসবুকিং হচ্ছে, ইউটিউবিং হচ্ছে, গেমিং হচ্ছে, গ্যাম্বেলিং হচ্ছে। কেমন যেন সফরেও আমরা গুনাহের একটা দোকান নিয়ে বসে থাকি। সফরেও আমরা রকমারি গুনাহের পশরা সঙ্গে নিয়ে চলি। বোঝা গেল, আমাদের সফরটাও গুনাহ-টি থেকে নিরাপদ নয়।

আল্লাহ আমার ধারণা ভুল করুন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, বর্তমান সময়ে পর্নোগ্রাফির সঙ্গে পরিচিত নন; আমার ধারণা মতে এমন কেউ নেই। কোনো না কোনোভাবে এটার সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। কীসের কারণে? ইন্টারনেটে অবাধ বিচরণের কারণে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

হামদ ও সালাতের পর!

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে দীর্ঘ দুই মাস পর আবার এখানে আল্লাহর জন্য নিজেদের সংশোধন করার উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

বর্তমানের এক কঠিন বাস্তবতা

বর্তমান সময়ের এক বড় বাস্তবতা হল, ইন্টারনেটকেন্দ্রিক গুনাহ। এই গুনাহে আমরা সকলেই কম-বেশি আক্রান্ত। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দীনের খাদেম পর্যন্ত 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই' প্রত্যেকে কোনো না কোনো অংশে গুনাহ-টির সঙ্গে কম-বেশি জড়িত। এটা এক কঠিন বাস্তবতা। বলা যায়, গুনাহ-টি এখন মহামারী আকার ধারণ করেছে। গুনাহ-টি থেকে বাঁচার উপায় কী? আজকের মজলিসে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ কিছু কথা বলবো।

মূল আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে গুনাহ-টি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন। আমিও ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য দোয়া করবো, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের প্রত্যেককে এই ফেৎনা থেকে বের হয়ে আসার তাওফীক দান করেন।

যে গুনাহগুলো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে

কুরআন মজিদের একটি আয়াত আমাদের জন্য আশা-জাগানিয়া আবার ভয়েরও। সেই আয়াতটি হল এই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ

অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিছু গুনাহের জন্য শাস্তি দিতে চান।[২]

অর্থাৎ আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পরেও যদি আমরা গুনাহ থেকে ফিরে না আসি তাহলে তিনি কিছু গুনাহের জন্য আমাদের পাকড়াও করবেন।

এর অর্থ হল, সব গুনাহ নয়; বরং কিছু গুনাহ এমন রয়েছে, যেগুলো আমাদের জন্য জাহান্নামের যাওয়ার কারণ হবে এবং যেগুলোকে ইস্যু বানিয়ে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

হাদীস থেকেও এমনটি বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের অধিকাংশ গুনাহ বিভিন্ন বাহানায় মাফ করে দেন।

সে গুনাহ কোন্‌গুলো?

এখন প্রশ্ন হল, কিছু গুনাহ যে কেয়ামতের দিন ইস্যু হয়ে যেতে পারে, সে গুনাহ কোন্‌গুলো? কোন্ গুনাহগুলো জাহান্নামে যাওয়ার 'কারণ' হতে পারে? এর জবাব আমরা অন্য আয়াতে খুঁজে পাই। আল্লাহ তাআলা বলেন

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গুনাহ উপার্জন করেছে এবং তার গুনাহ তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী।[৩]

বাস্তবেই কিছু গুনাহ আছে এমন যে, শুরুর দিকে মানুষ এতটা গুরুত্ব দেয় না, এমনিতে গুনাহ-টা হয়ে যায় কিংবা করে ফেলে। কিন্তু ধীরে ধীরে গুনাহ-টির মাঝে সে মজা পেয়ে বসে। তারপর একটা সময় আসে যে, গুনাহ-টা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কেমন যেন চারিদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়। এবার চাইলেও সে গুনাহ-টি থেকে বের হতে পারে না। আল্লাহ বলেন

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

এ জাতীয় গুনাহ-ই ইস্যু হবে এবং এগুলোই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

---

[২] সূরা মায়েদাহ : ৪৯

[৩] সূরা বাকারা : ৮১

তালিকার প্রথমেই আসবে ভার্চুয়াল গুনাহ

বর্তমান সময়ে কোন্ গুনাহগুলো চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে, কোন্ গুনাহগুলো আমাদের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে– এই তালিকা যদি তৈরি করেন তাহলে প্রথমেই যে গুনাহ-টির নাম আসবে, তা হলো ইন্টারনেটকেন্দ্রিক গুনাহ, মোবাইলকেন্দ্রিক গুনাহ, অনলাইনের গুনাহ, ভার্চুয়াল গুনাহ।

এ গুনাহ থেকে না আমাদের বাসাবাড়ি নিরাপদ, না সফর নিরাপদ। সফরে যাচ্ছি, আল্লাহ মাফ করুন, যে কোনো মুহূর্তে একটা এক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। মৃত্যু কাকে কখন আঘাত করবে বলা তো যায় না। অথচ দেখা যায়, এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়ও গুনাহ-টি হচ্ছে। গাড়িতে বসে বসে মুভি দেখা হচ্ছে, গান শোনা হচ্ছে, ফেসবুকিং হচ্ছে, ইউটিউবিং হচ্ছে, গেমিং হচ্ছে, গ্যাম্বেলিং হচ্ছে। কেমন যেন সফরেও আমরা গুনাহের একটা দোকান নিয়ে বসে থাকি। সফরেও আমরা রকমারি গুনাহের পশরা সঙ্গে নিয়ে চলি। বোঝা গেল, আমাদের সফরটাও গুনাহ-টি থেকে নিরাপদ নয়।

আল্লাহ আমার ধারণা ভুল করুন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, বর্তমান সময়ে পর্নোগ্রাফির সঙ্গে পরিচিত নন; আমার ধারণা মতে এমন কেউ নেই। কোনো না কোনোভাবে এটার সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। কীসের কারণে? ইন্টারনেটে অবাধ বিচরণের কারণে।

মাথা ঘুরে যাওয়ার মত তথ্য

ইন্টারনেটে এই অবাধ বিচরণের কারণে তরুণ ও যুবসমাজ কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ এ বিষয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, যে তথ্য পেলাম, মাথা ঘুরে যাওয়ার মত। পাবজি খেলে শুধু আমাদের দেশেই এক কোটি চব্বিশ লাখ লোক! তাও এটা আরও দুই মাস আগের জরিপ। দেশের এগার কোটি পঁচাত্তর লাখ লোক ইন্টারনেটে আসক্ত! আসক্তির আলামত হিসেবে বলা হয়েছে, পাঁচ ঘণ্টার বেশি নেট ব্যবহার করা। তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে একশ' জনের মধ্যে একাশি জন পর্ন-আসক্ত।

চিন্তা করুন, একটা দেশের অর্ধেকের বেশি সিটিজেন যদি এডিক্টেড হয় তাহলে সে জাতির কাছে কী ভবিষ্যৎ আশা করা যেতে পারে!

যুবসমাজ জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেই যুবকদের মধ্য থেকে আশি ভাগই যদি এমন একটা জঘন্য অপরাধের সঙ্গে কেবল জড়িতই নয়; বরং রীতিমত আসক্ত হয় তাহলে তাদের কাছে কী ভবিষ্যৎ কামনা করা যেতে পারে!

এদের সামনে থেকে নবী ﷺ-র প্রতি গালিদাতা যদি পার পেয়ে যায়, যদি ইসলাম এদের কাছে ভূলুণ্ঠিত হয়, যদি এদের সামনে থেকে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করা হয় তাহলে এটা তো স্বাভাবিক! আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমীন।

প্রতিটি ক্লিক রেকর্ড হচ্ছে

আপনি ভাবতে পারেন, আপনি তো দেখেছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, রাতের গভীরে, হয়তো আপনার স্ত্রীও টের পায়নি। তাহলে উক্ত জরিপ বের করা হল কীভাবে?

আপনি হয়তো জানেন না যে, আপনার প্রতিটা ক্লিক রেকর্ড হচ্ছে। আখেরাতের জন্য তো হচ্ছেই, এই দুনিয়াতেও হচ্ছে। এমনকি আপনি কোন্ ডিভাইস ব্যবহার করে, কোন্ জগতে কতক্ষণ বিচরণ করেছেন– সার্ভারে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। আর সেখান থেকেই এই জরিপগুলো বের করা হয়।

মাত্র এক ক্লিকেই জাহান্নামের পাড়ে চলে যেতে পারেন

আসলে ইন্টারনেট ব্যবহার অনেকক্ষণ করা হয়েছে এটা বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় হল, কোন্ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা অনেকক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহার করার পরেও আপনি আসক্ত না হতে পারেন কিন্তু আধা ঘণ্টার অপব্যবহারেও আপনি এডিক্টেড হয়ে যেতে পারেন। মাত্র এক ক্লিকেই আপনি জাহান্নামের পাড়ে চলে যেতে পারেন।

এখন ওই হাদীস বুঝতে আর অসুবিধা হয় না, যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এক ব্যক্তি জান্নাতের কাজ করতে করতে একেবারে জান্নাতের পাড়ে চলে যায়। তারপর হঠাৎ করে এমন একটা কথা বলে বসে কিংবা এমন একটা কাজ করে বসে যে, এক ঝটকায় সে জাহান্নামের কিনারায় এসে পড়ে।'

দেখুন, মাত্র এক ক্লিক দিয়ে নগ্নতার সাগরে ডুবে গিয়েছে এর অর্থ হল, জাহান্নামের পাড়ে এসে পড়েছে।

একের পর এক ফ্যান্টাসি, একের পর এক উত্তেজনা

বিষয়গুলো যে আমাদের বিবেককে মাঝে মাঝে নাড়া দেয় না তা নয়। যে যুবক রাতের বেলায় শুরুতে যখন এই জগতে ঢুকে, তখন হয়তো চিন্তা করে যে, একটু

ফেসবুক দেখবো, খবরাখবর জানবো কিংবা ইউটিউবে একটু ওয়াজ শুনবো। এ-ই ঘণ্টা খানেক, তারপরেই ঘুমিয়ে পড়বো।

কিন্তু তারপর কখন যে সে ভিন্ন দুনিয়ায় ঢুকে যায়, হয়তো টেরই পায় না। এভাবে রাতের ১১টা থেকে ১২টা, ১২টা থেকে ১টা একের পর এক ফ্যান্টাসি, একের পর এক উত্তেজনা তার সামনে আসতেই থাকে। এভাবে একটা সময় পার হওয়ার পর হয়তো মনে মনে আফসোস করে উঠে যে, ইস! আমি কী করছি! আগামী কাল আমার কত কাজ করতে হবে, হার্ডওয়ার্ক আছে, সকাল সাতটায় অফিসে যেতে হবে। অথচ আমি এসব নিয়ে পড়ে আছি! যারা আমাকে ভালো মানুষ মনে করে তারা যদি জানতে পারে যে, আমি এ নোংরা কাজগুলো করছি তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে! এসব তো জঘন্য গুনাহ! আমি এসব কেন করছি! এভাবে একটা সময় তার বিবেক তাকে দংশন করে।

বিবেকের এই দংশন ঈমানের আলামত

হাদীস থেকে বোঝা যায়, বিবেকের এই দংশন ঈমানের আলামত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

والإِثْمُ ما حاكَ فِي صدْرِكَ ، وكرِهْتَ أنْ يَطلِعَ عليه الناسُ

গুনাহ সেটাই যা তোমার অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।[৪]

বিবেকের এই দংশন তথা গুনাহের এই অনুভূতি ঈমানের আলামত। এরপরেও সে যে গুনাহ-টা থেকে বের হতে পারছে না– এর অর্থ হল এটা ওই গুনাহ যেটা কেয়ামতের দিন জাহান্নামে যাওয়ার ইস্যু হবে, জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এটা ওই গুনাহ যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ

জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিছু গুনাহের জন্য শাস্তি দিতে চান।[৫]

এটা ওই গুনাহ যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

যে গুনাহ তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।[৬]

---

[৪] সহিহ মুসলিম : ২৫৫৩

[৫] সূরা মায়েদাহ : ৪৯

[৬] সূরা বাকারা : ৮১

আল্লাহ বলেন فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ এই গুনাহ-টাই তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে। এমনকি এই গুনাহ-টার কারণে সে ঈমানহারা হয়ে هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ জাহান্নামে চিরকালের জন্যও যেতে পারে। [৭]

সবচেয়ে ক্ষতিকর ফেতনা

ইন্টারনেট জগতের গুনাহগুলো কী কী তা আমাদের অজানা নয় এবং আমরা এটাও জানি যে, এই জগতের গুনাহের স্বরূপ ও ধরণ যেমনই হোক না কেন; তবে এর অধিকাংশই যৌনতা রিলেটেড গুনাহ। হাদীসে এই ফেৎনাকে বলা হয়েছে, নারীর ফেতনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষায়

ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أضَرَّ علَى الرِّجالِ مِنَ النِّساءِ

পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফেৎনা আমি রেখে গেলাম না। [৮]

বোঝা গেল, এই ফেৎনা অনেক ভয়াবহ। একে নারীর ফেৎনা বলা হয়েছে কেন? কেননা এই ফেৎনার প্রধান অবলম্বন নারী এবং যৌনতা। সেক্সুয়্যাল এক্টিভিটি (sexual activity) এর প্রধান উপকরণ। নগ্নতা আর অশ্লীলতা এর প্রধান খোরাক।

সেল ফোন না হেল ফোন?

আমরা বলি নেট। যার অর্থ জাল। ফেৎনাও এক প্রকার জাল। আমাদের শায়খের ভাষায় internet নয়, enter net অর্থাৎ জালে ঢুকো। সেল ফোন তো নয় বরং হেল ফোন। hell অর্থ জাহান্নাম। অর্থাৎ সেল ফোন দিয়ে, স্মার্ট ফোন দিয়ে এই জালে ঢুকো আর জাহান্নামে প্রবেশ কর।

আমরা এই জালে এখন এতটাই আবদ্ধ যে, এক দুই ঘণ্টার জন্য হয়তো কোথাও বসেছি, তখনও আমাদের চোখ চারিদিক খুঁজে বেড়ায় ওয়াইফাই আছে কিনা!

এখনকার মেজবান আর মেহমানের কথাবার্তা

আহ! এই কিছু কাল আগেও যখন কেউ কারো বাসায় মেহমান হত তখন কুশলাদি বিনিময়ের পর কিংবা ঘুমানোর আগে মেজবান আর মেহমানের

---

[৭] সূরা বাকারা : ৮১

[৮] সহিহ বুখারী : ৫০৯৬

কথাবার্তা হত অনেকটা এরকম– অজুর ব্যবস্থা অমুক জায়গায়, ওয়াশরুম এদিকে, জায়নামায লাগবে কিনা ইত্যাদি।

এই প্রজন্মের কাছে এগুলো এখন গল্প। আরও কিছুকাল পর মনে হবে এসবই কল্পকাহিনী। কেননা এখনকার মেজবান আর মেহমানের কথাবার্তা হয় অনেকটা এরকম– ওয়াইফাই লাগবে? পাসওয়ার্ডটা কত? ইত্যাদি। ওয়াইফাইর পাসওয়ার্ড কেন দেওয়া-নেওয়া হয়, এটা তো ওপেন সিক্রেট! আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমীন।

নারী আপন ঘরে অবস্থান করার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

المرأةُ عورةٌ

নারী হচ্ছে 'আওরাত' তথা আবরণীয়। [৯]

এজন্যই নারী তার ঘরেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। আমরা পুরুষরা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হই কখন? যখন সিজদা দেই তখন। আর নারীরা যখন পর্দার সঙ্গে ঘরে অবস্থান করে তখন চব্বিশ ঘণ্টা এই সিজদার সাওয়াব পেতে থাকে। বিশ্বাস হয় না? তাহলে হাদীস শুনুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ

বান্দা সিজদার সময়ে তার রবের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। [১০]

অপর হাদীসে মহিলাদের ঘরে অবস্থান করার ব্যাপারে হুবহু একই ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

وأقربُ ما تكونُ مِن وَجْهِ ربِّها وهي في قَعْرِ بيتِها

নারী সবচেয়ে বেশি সে তার পালনকর্তার নিকটবর্তী থাকে যখন সে নিজ ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। [১১]

নারীকে যখন ড্রাইভ করে শয়তান

নারী তো ঘরের রানী। কিন্তু সে যখন নিজের ঘর ছেড়ে পরপুরুষের সামনে চলে আসে, এই আসাটা রিয়েল লাইফে হতে পারে কিংবা ফটো-ভিডিওর মাধ্যমে

---

[৯] সুনান তিরমিযী : ১১৭৩

[১০] সহিহ মুসলিম : ৪৮২

[১১] সহিহ ইবনু খুযাইমা : ১৬৮৫, সহিহ ইবনু হিব্বান : ৫৫৯৮

অনলাইনেও হতে পারে, সেলিব্রেটির সুরতে হতে পারে, গার্লফ্রেন্ডের আকৃতিতেও হতে পারে।

আসলে তথাকথিত সেলিব্রেটি কিংবা গার্লফ্রেন্ড তো তাদের আধুনিক পরিবর্তিত নাম। অন্যথায় কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এদের নাম হওয়া উচিত–ব্যভিচারিণী। মোটকথা যে সুরতেই সে সামনে আসুক না কেন; নবীজি ﷺ বলেন

فإذا خرجتِ استشرفها الشَّيطانُ

যখন সে পর্দা ছেড়ে বের হয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ওপর ভর করে।[১২]

ফলে সে তখন নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না; বরং তাকে ড্রাইভ করে শয়তান। শয়তান তাকে তখন পরিচালনা করে।

চাইলে নেটকেন্দ্রিক গুনাহগুলো ত্যাগ করা সম্ভব

আপনার কাছে মনে হতে পারে, ফেৎনাটি যেভাবে তুফান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এ থেকে বের হওয়ার কল্পনা করাও বৃথা। এই যুগে আদৌ কি এর মোকাবেলা করা সম্ভব? আমি আপনাকে বলবো, মনে রাখবেন আল্লাহ তাআলা সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন না। কেননা আল্লাহ বলেন

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না।[১৩]

ইন্টারনেটকেন্দ্রিক যে সকল গুনাহ, এগুলোও ছাড়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। যদি আমাদের জন্য এগুলো ত্যাগ করা অসম্ভব হত তাহলে নিশ্চয় এ নির্দেশ দেওয়া হত না। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ বর্জন কর।[১৪]

সুতরাং এ গুনাহগুলো ত্যাগ করা সম্ভব। চাইলে আমরা পারবো। হ্যাঁ, হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার স্বভাব তো হল, বান্দা আল্লাহর জন্য কোনো কষ্ট করলে তিনি তার প্রতিদান বাড়িয়ে দেন।

---

[১২] সুনান তিরমিযী : ১১৭৩

[১৩] সূরা বাকারা : ২৮৬

[১৪] সূরা আনআম : ১২০

মর্দে মুমিন ঘাবড়ে যেতে পারে না

তাছাড়া আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুমিন।

وہ مرد نہیں جو ڈر جائیں حالات کے خونی منظر سے

جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے

ফেৎনার উত্তালতা দেখে, যামানার রক্তচক্ষু দেখে মর্দে মুমিন ঘাবড়ে যেতে পারে না। ফেৎনা যতই ফেনায়িত হয়ে উঠুক, মর্দে মুমিন ভয় পায় না। সে যে কোনো পরিবেশের গোলাম হতে পারে না; বরং সে পরিবেশকে পাল্টে দিতে জানে। মর্দে মুমিন তো লক্ষ কাফেরকেও মনে করে মুর্দা। সেখানে তার সামনে এই ফেৎনা কী! অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় আর তার প্রতি ভালোবাসা স্থান করে নেয় তাহলে এই ফেৎনা উড়িয়ে দেওয়া মুমিনের পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়।

ফেৎনার জামানায় আমল করার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ কত চমৎকারভাবে আমাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ফজিলত বাজেট করিয়ে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে শুনাচ্ছেন যে

إِنَّ مِنْ ورائِكُمْ أيامَ الصبرِ الصبرُ فيهِنَّ كَقَبْضٍ علَى الجمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ قالوا يا رسولَ اللهِ أجْرُ خمسينَ منهم أَوْ خمسينَ مِنَّا قال خمسينَ مِنْكُمْ

তোমাদের পর এমন যুগ আসবে, যখন দীনের ওপর সবর করে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার মতো কষ্টকর হবে। ওই সময় দীনের ওপর আমলকারীর প্রতিদান হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান প্রতিদান।

সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ তাদের মধ্য থেকে না আমাদের মধ্য থেকে? নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন, বরং তোমাদের মধ্য হতে! [১৫]

সুতরাং মনে রাখতে হবে, সব কিছুর আগে আমরা মুমিন।

আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়

আলী রাযি. বলতেন, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি আল্লাহর গোলাম এবং মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত। আমরাও সব সময় একথাটা মনে রাখবো। এটাই আমাদের প্রধান পরিচয়। সুতরাং আমরা এই ফেৎনার কাছে হার মানবো না,

---

[১৫] সুনান আবু দাউদ : ৪৩৪১

শয়তানের গোলাম হবো না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হিম্মত বাড়িয়ে দিন আমীন।

হিম্মত করতে হবে

আবারও বলছি, ফেৎনাটির মোকাবেলা করার জন্য আমাদের হিম্মত করতে হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমি পারবো ইনশাআল্লাহ। আমার রবের সন্তুষ্টির জন্য ভার্চুয়াল দুনিয়ার এই চাকচিক্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো।

এই ভাবে প্রত্যয়ী হবেন, পাশাপাশি গুরুত্ব ও সতর্কতার সঙ্গে কিছু আমল ও পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।

ঘুরে দাঁড়াতে হবে

আমি বলছি না যে, এক দিনেই আপনি আব্দুল কাদের জিলানী, বায়েজিদ বোস্তামী বনে যাবেন; বরং এত দিনের এই অভ্যাস থেকে পুরোপুরী বের হওয়াটা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠবে না।

সে-ই যেদিন থেকে ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকে হয়তো এর অপব্যবহার করে যাচ্ছেন। এখন রাস্তা পরিবর্তন করতে গিয়ে হয়তো মাঝে মধ্যে হোঁচট খাবেন। তবুও আপনাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। হোঁচট খাওয়ার পর পড়ে থাকলে তো চলা শেখা হবে না; বরং দোয়া তাওয়াক্কুল সতর্কতা আমল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

মুজাহাদা করতে হবে

চিকিৎসা পেলাম, বাঁচার কৌশলও জানলাম কিন্তু কেবল জেনেই গেলাম, সতর্ক হলাম না, হিম্মত করলাম না, পদক্ষেপ নিলাম না তাহলে মনে রাখবেন, যদি কেউ নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায় তাহলে তাকে বাঁচাবে কে! কেউ যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় তাহলে তাকে কে আছে রক্ষা করবে!

এজন্য আবারও বলছি, মুজাহাদা করতে হবে। আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে। আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করে সামনে বাড়তে হবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন এবং এই ভার্চুয়াল অপশক্তির মোকাবেলা করতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্ম-পরায়ণদের সঙ্গে আছেন।[১৬]

❖ ইন্টারনেট জগতের গুনাহ : বাঁচার ১২টি আমল ও কৌশল

যাই হোক, এই পর্যায়ে ইন্টারনেট জগতের গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে আমি আপনাদের সামনে **১২**টি আমল ও কৌশল পেশ করছি। দোয়া চাই যেন আমি নিজে আমল করতে পারি। আপনাদের জন্যও দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন সকলকে আমল করার তাওফীক দান করেন আমীন।

১ নং আমল : নেক মজলিসের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখবেন

সব সময় একজন হক্কানী আলেমের টাচে থাকবেন, তাঁর মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করবেন।

বলতে পারেন, ভেজালের এই জামানায় নেক মজলিস পাবো কোথায়? কার কথা শুনে নিজেকে সংশোধন করবো? কীভাবে বুঝবো যে অমুক মজলিসটি নেক এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাকবুল?

এর সমাধানও হাদীসে আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বসার সঙ্গী বা মজলিস হিসেবে কোনটি সবচেয়ে উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, যার সাক্ষাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বেড়ে যায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৭]

সুতরাং যে শায়খের মজলিসে এই তিনটি প্রভাব অনুধাবন করবেন তাঁর মজলিসে নিয়মিত আসা-যাওয়া করবেন। তাঁর কথা শুনবেন। এমনকি মাঝে মধ্যে কোনো কাজ না থাকলেও তাঁর কাছে যাবেন, যতক্ষণ পারেন সময়

---

[১৬] সূরা আনকাবুত : ৬৯

[১৭] মুসনাদ ইবন আব্বাস রাযি. : ৬৩৮

দিবেন, যেতে দেরি হয়ে গেলে ফোন করে খোঁজ-খবর নিবেন এবং দিবেন। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, এর প্রভাব আপনি তখনও নিশ্চিত অনুভব করবেন, যখন রাতের অন্ধকারে স্মার্ট ফোনটা হাতে নিবেন। ব্রাউজিং করার সময় গুনাহের চিন্তা যখন আপনাকে তাড়িত করবে, তখন এ নেক সোহবতের নূর অনুভব করবেন।

دم کے دم میں قلب نورانی ہوئی

مرد حق سے ملکے حقانی ہوئی

ধীরে ধীরে অন্তর আলোকিত হয়েছে, আল্লাহওয়ালার সঙ্গে মিলে হক্কানী হয়ে উঠেছে।

যৌবন-তারুণ্যের সৌভাগ্য

এ কারণে তাবিয়ী আইয়ূব সাখতিয়ানী রহ. বলতেন

إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الحَدَثِ أن يوفقَه اللّٰهُ لِعالِمٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ

যৌবন-তারুণ্যের সৌভাগ্য হল, আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোনো আলেমের সাহচর্য লাভের তাওফীক দেওয়া।[১৮]

সোহবতের প্রভাব

সাররী সাক্তী রহ. বলেন, একবার মালেক ইবনু দীনার রহ.-এর ঘরে চোর ঢুকেছিল। কিন্তু নেওয়ার মত কিছু পেলো না। ইতোমধ্যে চোরের উপস্থিতি টের পেয়ে মালেক ইবনু দীনার রহ. উচ্চস্বরে বললেন, দুনিয়ার কোনো কিছু যখন পেলে না, আখেরাতের কিছু একটা কি নিবে? চোর বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, অযু করে দু' রাকাত নামায পড়। চোর তা-ই করল। ফজরের সময় তিনি চোরকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে গেলেন। এক লোক অবাক হয়ে বলল, এই চোর আপনার সঙ্গে! তিনি উত্তর দিলেন

جَاءَ لِيَسرِقَنا فَسَرَقْنَاهُ

এসেছিল চুরি করতে, এখন আমরাই তাকে চুরি করে ফেললাম।[১৯]

---

[১৮] আততালবীস : ১৭

[১৯] যাহাবী, তারীখুল ইসলাম : ২/১১৪

মূলত আল্লাহওয়ালাদের অল্প সময়ের সোহবতেও জীবনের মোড় এভাবে ঘুরে যেতে পারে!

২ নং আমল : আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা অন্তত এতটুকু তো বুঝে গেছি যে, ফেৎনাটি কেয়ামতের দিন আমাদের জন্য ইস্যু হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলার ভাষায়

أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিছু গুনাহের জন্য শাস্তি দিতে চান। [২০]

আর এটাও আশা করি বুঝেছি যে, নেট-ফেৎনা বর্তমানে আসক্তির পর্যায়ে। আল্লাহ তাআলার ভাষায়

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

যে গুনাহ তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। [২১]

সুতরাং কীভাবে এই আশা করতে পারেন যে, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও সাহায্য ছাড়া গুনাহ-টি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন! এ জন্যই আল্লাহ তাআলার নিকট মুক্তির জন্য দোয়া করবেন। তাঁর কাছে তাঁর বিশেষ রহমত কামনা করবেন।

কীভাবে দোয়া করবেন?

বলতে পারেন, কীভাবে দোয়া করবো? যদিও এ বিষয়ে বহু দোয়া শিক্ষা দেওয়া আছে, সেগুলো যদি জানা না থাকে তাহলে নিজের মত করে নিজের ভাষাতেই দোয়া করুন।

অন্তত এটা তো বলতে পারেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে মোবাইলের গুনাহ থেকে বাঁচান। ওগো আল্লাহ! ইন্টারনেটের ফেৎনা থেকে হেফাজত করুন। ওগো আল্লাহ! চোখের গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। ওগো আল্লাহ! সময় নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক দান করুন। তবে একটা ছোট্ট দোয়া আপাতত বলে দেই। দোয়াটি প্রত্যেক নামাযের পর করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবী মুআ'য রাযি.-কে ওসিয়ত করেছেন যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর দোয়াটি পড়বে; কখনো ভুল করবে না। দোয়াটি এই

---

[২০] সূরা মায়েদাহ : ৪৯

[২১] সূরা বাকারা : ৮১

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন। [২২]

আমরা জানি, নামাযের পরে দোয়া কবুল হয়। সুতরাং দোয়াটি যদি একবার কবুল হয়ে যায় তাহলে ফেৎনাটি থেকে বের হয়ে আসা ইনশাআল্লাহ সহজ হয়ে যাবে।

৩ নং আমল : মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি দিবেন

দোয়া তো করবেন, এর জন্য কোনো সময় নেই; বরং যখন মনে চায় তখনই দোয়া করবেন। এমনকি দোয়ার জন্য হাত তোলাও জরুরি নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নির্জনে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটিও করতে হবে। কেননা গুনাহ-টা তো এই চোখ দ্বারাই হয় এবং নির্জনে বেশি হয়। সুতরাং নির্জনে কিছু চোখের পানিও দিতে হবে। এটা সাধারণ দোয়া থেকে স্পেশাল।

চোখের পানির শক্তি

এই চোখের পানির অনেক শক্তি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে বলেন, 'হে ইবরাহীম! জাহান্নামের আগুনকে নেভানোর শক্তি কোনো পানির নেই, একটা পানি ছাড়া। তা হলো বান্দার চোখের পানি। এ পানি আমার জন্য দিলে জাহান্নামের আগুনও নিভে যায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও হাদীসে বলেছেন

لا يلِجُ النَّارَ رجُلٌ بَكَى مِن خشيَةِ اللَّهِ حتَّى يَعودَ اللَّبَنُ في الضَّرعِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব। [২৩]

গুনাহের কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশের নামই হল জাহান্নাম। আর সেই জাহান্নাম থেকে চোখের পানির উসিলায় যদি বেঁচে যেতে পারেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা আপনাকে হয় গুনাহ-টি থেকে বিশেষ রহমতে বাঁচিয়ে নিবেন কিংবা মউতের আগে হলেও এর থেকে তাওবার তাওফীক দিয়ে দিবেন।

---

[২২] সুনান আবু দাউদ : ১৫২২

[২৩] জামে তিরমিযী : ২৩১১

৪ নং আমল : হাদীসে সাওবান মনে রাখবেন

ইন্টারনেটের গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এখন যে আমল বা চিকিৎসার কথা বলবো, তা বিশেষভাবে আমাদের মত লোকদের জন্য। অর্থাৎ যারা দৃশ্যত দীনদার, মাশাআল্লাহ মসজিদে আসে; তবে ফজর নামাযে আসে না। কেন? রাতের ওই গুনাহের কারণে।

আসরের সময় ঘুমে থাকে তারপর সূর্য যখন লাল হয়ে যায়– নবীজির ভাষায় সূর্য যখন শয়তানের দু'শিং এর মাঝ দিয়ে উদয় হয় তখন তড়িঘড়ি করে নামায পড়ে নেয়। কেন? রাতের ওই গুনাহের কারণে।

অনুরূপভাবে মাশাআল্লাহ হয়তো দাড়ি আছে, টুপি আছে, পাঞ্জাবী আছে, চিল্লায় যায়, আলেমদের সোহবতে যায়, জিকিরের মজলিসে বসে কিন্তু গোপনে গোপনে গুনাহও করে। অর্থাৎ আমি বুঝাতে চাচ্ছি, যারা বাহ্যিক সুরতে দীনদার, তারা যদি একটি হাদীসের বিষয়বস্তু সব সময় মনে রাখেন, বিশেষ করে যদি গুনাহ-টি করার সময় মনে রাখতে পারেন তাহলে গুনাহ করার ভূত তার ঘাড় থেকে নেমে যায়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আলহামদুলিল্লাহ ফায়দা পেয়েছি। আশা করি আপনারাও পাবেন।

হাদীসটি হুবহু মনে রাখার প্রয়োজন নেই। শুধু বিষয়বস্তুটা মনে রাখলেই চলবে। হাদীসটি এই, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لأعلمنَّ أقوامًا من أمتي يأتون يومَ القيامةِ بحسناتٍ أمثالِ جبالِ تهامةَ بيضًا فيجعلُها اللهُ عزَّ وجلَّ هباءً منثورًا قال ثوبانُ يا رسولَ اللهِ صِفْهم لنا جَلِّهم لنا أن لا نكونَ منهم ونحنُ لا نعلمُ قال أما إنهم إخوانُكم ومن جِلدتِكم ويأخذون من الليلِ كما تأخذون ولكنَّهم أقوامٌ إذا خَلْوا بمحارمِ اللهِ انتهكُوها

আমি আমার উম্মতের কিছু লোক সম্পর্কে জানি যারা কেয়ামতের দিন তিহামা পাহাড় পরিমাণ শুভ্র নেক আমল নিয়ে হাজির হবে। (অর্থাৎ হয়তো তাদের জীবনে নফল আছে। তাবলীগ আছে। তা'লীম আছে। দীনের বহুমুখী খেদমত আছে।) কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এত বিশাল বিশাল আমলকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে একেবারে লাপাত্তা করে দিবেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারী সাওবান রাযি. এটা শুনে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে

অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত। তোমাদের যেমন রাত আসে তাদের কাছেও রাত আসে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, নির্জনে নিভৃতে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়।[২৪]

সুতরাং ভাবুন, এই ভার্চুয়াল গুনাহ, গোপন গুনাহ আমার আমল নষ্ট করে দিচ্ছে না তো? আমার তাবলীগ, জিহাদ, হজ, ই'তেকাফ, সাদাকা অজগরের মত গিলে ফেলছে না তো?

এভাবে চিন্তা ধরে রাখতে পারলে ইনশাআল্লাহ গুনাহ-টি থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারবেন।

৫ নং আমল : আল্লাহ তাআলার সঙ্গ অনুভব করুন

সব সময় সর্বাবস্থায় 'আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন' এই কল্পনা ধরে রাখার চেষ্টা করা। তিনি আমাদের প্রতিটি কাজ দেখছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন। ইবনুল আরাবী রহ. বলতেন

أَخْسَرُ الْخَاسِرِينَ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، وَبَارَزَ بِالْقَبِيحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ব্যক্তি যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে। কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহ-রগের চেয়েও অধিক নিকটে তাঁর সামনে গুনাহ করে।[২৫]

আর আমাদের শাহ-রগের চেয়েও অধিক নিকটে কে? আল্লাহ তাআলা বলেন

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আর আমি তার গলার শিরা থেকেও নিকটবর্তী।[২৬]

এভাবে সব সময় সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গ যদি অনুভব করতে পারেন তাহলে গোপন গুনাহের এই জগৎ থেকে বের হওয়া আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

فَاستَحْيِ مِن نَظَرِالإِلَهِ وَقُل لَهَا
إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي

---

[২৪] ইবন মাজাহ : ৪২৪৫
[২৫] তাবাকাতুল আউলিয়া : ১/৭৭
[২৬] সূরা ক্বাফ : ১৮

লজ্জা কর রবের দৃষ্টিকে। নফসকে বল, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে দেখেন।

অনুভূতিটা কীভাবে আনবেন?

উক্ত অনুভূতিটা নিজের মাঝে আনবেন কীভাবে? কীভাবে চব্বিশ ঘণ্টা এটা ধরে রাখবেন?

এ লক্ষে একটা ছোট্ট আমল বলে দিচ্ছি। আমলটা অনেকটা এ রকম যে, যেমন মাদরাসায় কিংবা স্কুলে উস্তাদ সবক দেন। ছাত্র সবকটা পরবর্তীতে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পড়ে নেয়। তারপর উস্তাদের নিকট যথারীতি সে সবকটা দিতে পারে।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক নামাযের পর দৈনিক অন্তত পাঁচ বার কিছু সময়ের জন্য– দুই থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যের মোরাকাবা করুন। মোরাকাবা এভাবে করবেন– চোখ বন্ধ করবেন তারপর ভাববেন, 'আমি যেখানেই থাকি না কেন; আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন।'

অথবা এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করবেন

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

এভাবে নিয়মিত কিছুদিন করতে পারলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আল্লাহর সান্নিধ্যের সার্বক্ষণিক অনুভূতি অন্তরে বসে যাবে এবং ইন্টারনেটের এই ফেৎনা থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বাকি সময়গুলোতেও বেঁচে থাকতে পারবেন।

৬ নং আমল : যদি আল্লাহ গুনাহগুলো প্রকাশ করে দেন!

এই চিন্তা করবেন যে, আমি যে গোপনে পর্ন-মুভি দেখি, ইউটিউবে হিন্দি ফিল্ম দেখি, ফেসবুকে বিভিন্ন ফিল্মের রিভিউ দেখি, পরনারীর সঙ্গে চ্যাট করি– যদি আমার এ সকল গোপনকাণ্ড যারা আমাকে ভালো মানুষ মনে করে সম্মান করে, তারা জেনে ফেলে তাহলে আমার ইজ্জতের কেমন ফালুদা হবে!

এরপর চিন্তা করবেন– আল্লাহ তাআলার একটা অভ্যাস আছে। তিনি প্রথম প্রথম বান্দার গুনাহ গোপন রাখেন। কেন? এ জন্য যে, তিনি অপেক্ষা করেন, বান্দা গুনাহ করেছে গোপনে, সুতরাং আমার কাছেও মাফ চেয়ে নিবে গোপনে। আর আমিও তাকে গোপনে মাফ করে দিবো।

কিন্তু এরপরেও যদি বান্দা মাফ না চায়, তাওবা না করে, উপরন্তু গুনাহ-টা করেই যায় তাহলে তিনি সবটা নয়; বরং গুনাহের কিছু অংশ প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ বান্দাকে সতর্ক করতে চান যে, দেখো বান্দা! তুমি গুনাহ করেছিলে এক সাগর। আর আমি সেখান থেকে প্রকাশ করেছি মাত্র এক আঁজলা। গুনাহ করেছিলে এক পাহাড় আর বাইরে এনেছি মাত্র একটি কঙ্কর। এরপরেও তোমার ইজ্জতের কেমন ফালুদা হয়ে গেল! অথচ আমি চাইলে তো পুরাটাই প্রকাশ করে দিতে পারি।

এভাবে মাঝে মধ্যে চিন্তা করবেন যে, আল্লাহ যদি আমার গুনাহ প্রকাশ করে দেন, দেখবেন এই চিন্তা আপনাকে গুনাহ থেকে কিছুটা হলেও বিরত রাখবে।

যে গুনাহগুলোর শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দেন

তাছাড়া হাদীস শরীফে এসেছে, কিছু গুনাহ আছে এমন যেগুলোর শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

كلُّ ذنوبٍ يؤخِرُ اللهُ منها ما شاءَ إلى يومِ القيامةِ إلَّا البَغيَ وعقوقَ الوالدَينِ ، أو قطيعةَ الرَّحِمِ ، يُعجِلُ لصاحبِها في الدُّنيا قبلَ الموتِ

আল্লাহ তাআলা তার মর্জিমাফিক গুনাহসমূহের মধ্যে যে কোনো গুনাহের শাস্তি প্রদান কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু তিনি ব্যভিচার, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার গুনাহের শাস্তি অপরাধীর মৃত্যুর পূর্বেই এই দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন। [২৭]

আর দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়ার একটা ধরণ এটাও যে, গুনাহ-টি মানুষের সামনে নিয়ে আসা। যার কারণে মানুষ তাকে তিরস্কার করবে, ছি ছি করবে।

ক্লিক বা টাচ করে নগ্নতায় ডুবে যাওয়াটাও ব্যভিচার

দেখুন, উক্ত হাদীসে প্রথম যে গুনাহ-টির কথা বলা হয়েছে তাহল البَغي যার প্রসিদ্ধ অর্থ হল ব্যভিচার। আর ব্যভিচার চোখ দ্বারা হতে পারে, হাতের টাচের মাধ্যমেও হতে পারে। রিয়েল লাইফে হতে পারে, অনলাইনেও হতে পারে।

গুগলে ক্লিক মেরে আপনি যে নগ্নতায় হারিয়ে গেলেন কিংবা মোবাইলে টাচ করে যে অশ্লীলতায় ডুবে গেলেন এই ক্লিক বা টাচটাও হাদীসের ভাষায়

[২৭] আলআদাবুল মুফরাদ : ৫৯১

ব্যভিচার। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ চোখের ব্যভিচার হল দেখা। আর وَالْيَدُ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ হাতের ব্যভিচার হল স্পর্শ করা, টাচ করা। সুতরাং ভেবে দেখুন, যদি আল্লাহ আমার অনলাইনের বিচরণের এ-টু জেড লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসেন তাহলে..?

৭ নং আমল : আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করতে শিখুন!

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. কথাটা এভাবে বলেছেন, গুনাহ থেকে বাঁচার একটি কৌশল হল, এ কথা চিন্তা করা গুনাহ-টি আমি আমার শায়খের সামনে মা-বাবার সামনে কিংবা যারা আমাকে ভালো মানুষ মনে করে তাদের সামনে করতে পারব কিনা! তারপর চিন্তা করো, তারা তো এখানে নেই। কিন্তু আমার আল্লাহ তো আছেন। তিনি সকলের চেয়েও বড়। সুতরাং তাঁর সামনে গুনাহ-টি কীভাবে করবো? বিশর হাফী রহ. বলেন

لَو تفكر النَّاس فِي عَظَمَة الله تعالى مَا عصوه

মানুষ যদি এভাবে আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত, তাহলে তাঁর অবাধ্য হত না।[২৮]

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাই বলেন

استحي من الله استحياءَ رجل ذي هيبةٍ من أهلك

তুমি আল্লাহকে লজ্জা কর। যেমন তুমি তোমার পরিবারের সম্মানিত লোককে লজ্জা করে থাকো।

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

وَأَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلاً صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ

আল্লাহকে লজ্জা কর, যেমন তুমি তোমার কওমের নেক মানুষকে লজ্জা করে থাকো। [২৯]

আল্লাহ তাআলা যাকে দু'টি জান্নাত দিবেন

দেখুন, একটা হল, আল্লাহর সাধারণ ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আর আরেকটা হল, আল্লাহর বড়ত্বকে সামনে রেখে তাঁর প্রতি লজ্জা করে গুনাহ

---

[২৮] ইবনু কুদামা, মুখতাসার মিনহাজুল কাসেদীন : ৩৭৮

[২৯] বায়হাকী শুআবুল ঈমান : ৭৭৩৮

থেকে বেঁচে থাকা যে, আমি এই গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে কীভাবে উপস্থিত হবো!
প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির দাম আল্লাহর কাছে বেশি। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ডাবল জান্নাত দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত। [৩০]

৮ নং আমল : আখেরাতের মোরাকাবা করুন

মাঝে মধ্যে আখেরাতের মোরাকাবা করবেন। অর্থাৎ এভাবে চিন্তা করবেন যে, আজ আমি যে গুনাহগুলোতে লিপ্ত, কেয়ামতের দিন তো আল্লাহ আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন যে, বান্দা! এ গুনাহ-টা কেন করলি? দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে তুমি মনে করেছিলে যে, তোমাকে কেউ দেখে-নি। আমিও কি দেখি-নি? তুমি কি মনে করেছ যে, আমার দেখা মাখলুকের চোখের চেয়ে দুর্বল? এভাবে আল্লাহ তাআলা সরাসরি প্রশ্ন করবেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন

مَا مِنْكُم أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তার রব কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার রবের মাঝে কোনো দোভাষী এবং এমন কোনো পর্দা থাকবে না, যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। [৩১]
চিন্তা করুন, সেদিন আমরা কী উত্তর দিবো? সেদিন যদি আল্লাহ সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, বান্দা! রাতের দুইটা বাজে কেন তুই অশ্লীলতার ভেতর ডুবে গিয়েছিলি? কেন তুই এমন জিনিসের চর্চা করেছিলি, যেখানে পৌত্তলিকতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অবৈধ প্রেম ও নগ্নতাসহ কত শত অপরাধের চর্চা ও শিক্ষা ছিল? তখন আমরা কী উত্তর দিবো? এভাবে চিন্তা করলেও ইনশাআল্লাহ আলোচ্য গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

---

[৩০] সূরা আর-রহমান : ৪৬
[৩১] সহিহ বুখারী : ৬৯৩৫

৯ নং আমল : ভাবুন, আমার ওপর পাহারাদার আছে

মাঝে মধ্যে অন্তরে এই ভাবনা জাগিয়ে তুলবেন যে, আমার ওপর পাহারাদার আছে। আল্লাহ তাআলা পাহারাদার ফেরেশতার মাধ্যমে আমার ভালো-মন্দ প্রতিটি আমল সংরক্ষণ করে রাখছেন।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. একজন কবির কাছে একটি কবিতা শুনে দরজা বন্ধ করে খুব কেঁদেছিলেন। কবিতাটি ছিল এই

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ

خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ

যদি তুমি দিনের কিছু সময় একাকী কাটাও, তখন একথা বলো না যে, আমি নির্জনে একাকী সময় কাটিয়েছি; বরং বলো, আমার পেছনে সদা সর্বদা একজন পাহারাদার ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।[৩২]

১০ নং আমল : ভাবুন, নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন?

ভাবুন, নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন? কেন আল্লাহ তাআলার আমাদেরকে একাকীর সময়গুলো দান করেন? আল্লাহ তাআলা বলেন

وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلاً

আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও। সুতরাং নির্জন মুহূর্তগুলো আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন, যেন আমরা আমাদের রবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারি।

এ জন্যই রাত যখন গভীর হয় তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ডাক আসে, এই ডাক কোনো মুয়াজ্জিনের ডাক নয়; বরং এই ডাক তো আরশের মালিকের ডাক। আরশের মালিক প্রথম আসমানে নেমে আসেন আর ওই সকল বান্দাকে ডাক দেন, যারা নির্জনতার মাঝে আছে। যাদের কাছে আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করার মত সুযোগ আছে, তাদেরকে তিনি ডাক দেন যে

مَن يَدْعُونِي، فأَسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له؟

---

[৩২] সূরা কাফ : ১৮

কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? কে আছে এমন যে আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করবো? কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো? [৩৩]

ভোর রাতের দোয়ায় সব সমস্যার সমাধান

উক্ত হাদীস আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, সব সমস্যার সমাধান ভোর রাতের দোয়ায় রয়েছে। অথচ আমরা একটু ভালো রুজির জন্য মাথার ঘাম পায়ে নিয়ে আসি। কিন্তু কয় দিন নির্জনে, রাতের গভীরে কিংবা ভোর রাতে উঠে আল্লাহ তাআলাকে ডেকেছি?

কসম আল্লাহর! আপনি একটা চাকরির জন্য যে পরিমাণ কষ্ট দিনের বেলায় করেন, এর সামান্য অংশ যদি রাতের বেলায় ওঠে আল্লাহর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে পারতেন তাহলে চাকরি বহু আগে পেয়ে যেতেন।

পেরেশানি থেকে মুক্তির জন্য যে পরিমাণ তদবির আমরা দিনের বেলায় করি এর শত ভাগের এক ভাগও যদি আল্লাহর দরবারে নির্জনে তদবীর করতাম; পেরেশানি বহু আগে গুডবাই বলে দিত।

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রহ.

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রহ. এক দিন হুসাইন ইবনু যিয়াদ রহ.–এর হাত ধরে বলেন, শোনো হুসাইন!

يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ الرَّبُّ : كَذَبَ مَنْ ادَّعَى مَحَبَّتِي إِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي ؟ أَلَيْسَ كُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ خَلْوَةَ حَبِيبِه ؟

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে আসেন। তারপর বলতে থাকেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসার দাবী করে অথচ রাতের গভীরে ঘুমিয়ে থাকে; সে মূলত মিথ্যা দাবী করল। প্রত্যেক প্রেমিক কি তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে একান্ত সময় কামনা করে না! [৩৪]

চিন্তা করুন, যে ঘুমিয়ে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকেই বলেন, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার দাবী মিথ্যা। আর আমরা তো ঘুমিয়ে থাকি না; বরং নিশাচর প্রাণীর মত জেগে থাকি। কী নিয়ে জেগে থাকি? এসব ডিভাইস সঙ্গে

---

[৩৩] সহিহ বুখারী : ১১৪৫

[৩৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮/৯৯, ১০০

নিয়ে জেগে থাকি; তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের ভালোবাসার দাবী কতটুকু সত্য?

ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে নিন

এ জন্যই বলি, ভোর রাতে দোয়ার অভ্যাস করুন। আগে আগে ঘুমিয়ে পড়ুন তাহলে ওঠা সহজ হবে। ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে নিন। তাহলে বাস্তবে রবের সঙ্গে একান্ত সময় কাটাতে না পারলেও অন্তত নিয়তের দিক থেকে হলেও তাঁর একান্ত সঙ্গ অনুভব করতে পারবেন। এটা আপনাকে বহু গুনাহ থেকে হেফাজত করবে।

১১ নং আমল : ভাবুন, আমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছি না তো?

এই কথা চিন্তা করবেন যে, শয়তান আমাদের প্রধান শত্রু। আর নির্জনে গুনাহ্-য় লিপ্ত থাকার অর্থ হল, আমি আমার নির্জনতা কাটালাম শয়তানের সঙ্গে। আর শয়তান কাউকে সঙ্গী বানিয়ে নিতে পারলে তাকে জাহান্নামে নিয়েই ছাড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِينًا فَساءَ قَرِينًا

আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! [৩৫]

দীনের পথে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ

এ কারণেই ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

أَجمعَ العارفونَ باللهِ أَنَّ ذنوبَ الخلواتِ هِيَ أَصلُ الانتكاساتِ، و أَنَّ عباداتِ الخفاءِ هِيَ أعظمُ أسبابِ الثباتِ

সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। আর বিপরীতে গোপন ইবাদত দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়। [৩৬]

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ

ইবনু রজব রহ. তো আরও কঠিন কথা বলেন

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ

[৩৫] সূরা নিসা : ৩৮

[৩৬] মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার গোপন গুনাহ, যা সম্পর্কে মানুষ জানত না।[৩৭]

এবার বুঝেছেন, সালিক সুলুকের পথে অগ্রসর হতে পারে না কেন? সংশোধন-প্রত্যাশী নিজেকে সংশোধন করতে পারে না কেন? জাকির জিকিরে মজা পায় না কেন? মুনাজাতে চোখের পানি আসে না কেন? নামাযী নামাযের স্বাদ পায় না কেন?

এসবের পিছনে একটাই কারণ– গোপন গুনাহ।

একটু ভাবুন, শয়তান আমাদের দিয়ে গোপন গুনাহ করিয়ে কোথা থেকে কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে!

১২ নং আমল : ইশা ও ফজর নামায জামাতের সঙ্গে পড়ুন

সকল নামাযের গুরুত্ব অবশ্যই দিবেন। কেননা নামায মানুষকে সব ধরণের গুনাহ থেকে বিরত রাখে। তবে গোপন গুনাহ তথা নেট জগতের গুনাহ থেকে বাঁচার চিকিৎসা হিসেবে দুই নামাযের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তা হলো ইশা ও ফজর নামায। সুতরাং সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এ দুই নামায যথা সময়ে মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে পড়ার। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

من صلَّى العشاءَ في جماعةٍ كانَ كقيامِ نصفِ ليلةٍ ومن صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ كانَ كقيامِ ليلةٍ

যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন অর্ধ রাত ইবাদতে ব্যস্ত থাকলো। আর যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার নামায জামাতে আদায় করল সে যেন সারা রাতব্যাপী ইবাদতে মশগুল থাকলো।[৩৮]

সুতরাং ইশার নামায জামাতে আদায় করার পর ফজর জামাতও যেন জামাতে আদায় করতে পারেন, এর জন্য আগে আগে ঘুমানোর গুরুত্ব দিবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ গুনাহ-টি আপনাকে আর পেয়ে বসবে না।

ঘুমানোর আগে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে ঘুমাবেন। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। 'যথেষ্ট হয়ে যাবে'-এর অর্থ ব্যাপক। তন্মধ্যে এক অর্থ এটাও যে, শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য এ দুই আয়াত যথেষ্ট হয়ে যাবে।

---

[৩৭] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২

[৩৮] সুনান আবু দাউদ : ৫৫৫

গুনাহ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি নেক আমল

উল্লিখিত ১২টি পদক্ষেপ নেওয়ার পরেও গুনাহ হয়ে যেতে পারে। মাঝে মধ্যে হোঁচট খেতে পারেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একটি নেক আমল করে নিবেন।

বলতে পারেন, গুনাহ-টি হয় সাধারণত গভীর রাতে। তখন কী নেক আমল করবো?

আমি বলবো, তখনই তো নেক আমল করার ব্যাপক সুযোগ। যেমন 'লা ইলাহা ইল্লাহ' পড়তে পারেন। আধা ঘণ্টা গুনাহ করেছেন, অন্তত পাঁচ মিনিট হলেও বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

সর্বোত্তম নেক আমল

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু জর গিফারী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আবেদন করেছিলেন

يا رسولَ اللَّهِ علِّمني شيئًا يقرِّبُني منَ الجنَّةِ ويباعدُني منَ النَّارِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কৌশল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন

إذا عمِلتَ سيِّئةً فأتبِعها حسنةً

গুনাহ করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে একটি নেক আমল করে নিবে।

আবু জর গিফারী রাযি. বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ!

أمِنَ الحسَناتِ لا إلَه إلَّا اللَّه ؟

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ও কি নেক আমল?

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেছেন

هيَ أحسَنُ الحسَناتِ

এটি তো সর্বোত্তম নেক আমল।[৩৯]

বার বার ইস্তেগফার করুন

অনুরূপভাবে গুনাহ হয়ে গেলে আরেকটি নগদ নেক আমলের নাম ইস্তেগফার। সুতরাং গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তেগফার করুন।

---

[৩৯] মুসনাদ আহমাদ : ২১৫২৫

বলতে পারেন, গুনাহ বার বার হয়ে যায় তাহলে ইস্তেগফারও বার বার করবো? এই প্রশ্নটাই এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট করেছিল, তখন কী উত্তর দিয়েছিলেন; হাদীসটি শুনুন

أنَّ رجلًا قالَ يا رسولَ اللَّهِ أحدُنا يُذنِبُ الذَّنبَ قالَ يُكْتبُ عليهِ قالَ ثمَّ يستغفرُ ويتوبُ قالَ يُغفَرُ لَهُ ويتابُ عليهِ قالَ ثمَّ يَعودُ فيذنبُ قالَ يُكْتبُ عليهِ قالَ ثمَّ يَستَغفرُ ويَتوبُ قالَ يُغفَرُ لَهُ ويُتابُ عليهِ ولا يملُّ اللَّهُ حتَّى تملُّوا

এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ করে ফেলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তাহলে গুনাহ-টি লিখে রাখা হয়। লোকটি বলল, যদি ওই ব্যক্তি ইস্তেগফার ও তাওবা করে নেয় তাহলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার তাওবা কবুল করে নেওয়া হয়। লোকটি পুনরায় বলল, যদি ওই ব্যক্তি আবার গুনাহ করে ফেলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের মত উত্তর দিলেন যে, তাহলে গুনাহ-টি লিখে রাখা হয়। লোকটি আবারও প্রশ্ন করল, যদি এবারেও ওই ব্যক্তি ইস্তেগফার ও তাওবা করে নেয় তাহলে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার তাওবা কবুল করে নেওয়া হয়। আর ইস্তেগফার করতে করতে তোমরা ক্লান্ত হতে পারো কিন্তু ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না। [৪০]

কথা আজ একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে পবিত্র জীবন দান করুন। কথাগুলো মেনে চলার তাওফীক দান করুন। ইন্টারনেট ব্যবহার বর্তমানে আমাদের জরুরত। জরুরত যেন গুনাহের হাতিয়ার না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ রেখে এর নিয়ন্ত্রণ করা চাই। আল্লাহ তাওফীক দান করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

[৪০] আল আমালি আল মুতলাকা : ১৩৪